দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 APR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

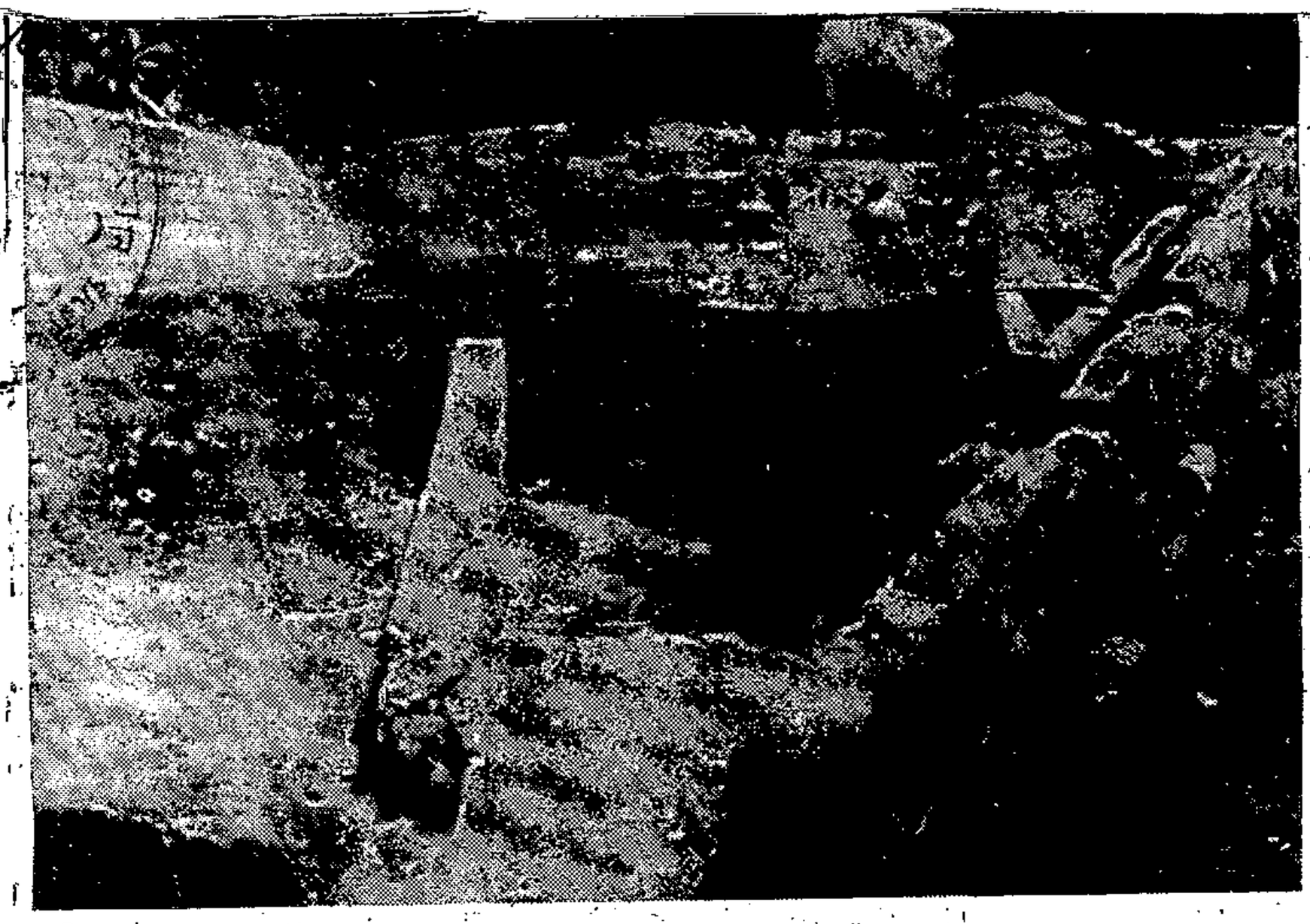

কিশোরগঞ্জ : তাড়াইল উপজেলার শিমুলাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ। দুই বছর পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ৫৬ হাজার টাকার সরকারী অনুদানও এসেছে। কিন্তু বিদ্যালয়টির কোন সংস্কার হয়নি। --সংবাদ

কিশোরগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জীর্ণদশা।। লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে

।। আবুবকর সিদ্দিক হিরো ।।

কিশোরগঞ্জ, ৯ই এপ্রিল।— দীর্ঘদিন যাবৎ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ভগ্নদশা ও জরাজীর্ণতার কারণে এ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এ বিদ্যালয়ের অনেকগুলোতেই বর্তমানে ক্লাস বসা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে বিদ্যালয় ভবনের বদলে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বাংলো ঘর, নিকটবর্তী কোন মক্তব বা মাদ্রাসা ঘর, বি,এ,ডি,সি'র গুদামঘর অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কোন গাছের তলায় খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে ক্লাস চালানো হচ্ছে।

এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৎকালীন পাকিস্তান আমলে নির্মিত কিছু পাকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে এগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে। এগুলোর দেয়ালে ও ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে। বারান্দা ও মেঝেতে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় ক্লাসঘর হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে এসব পাকা ভবন একেবারেই অনুপযোগী হয়ে গেছে। দেয়াল ও ছাদের সিমেন্ট চুন ও সুরকি খসে পড়ছে এবং পিলারগুলো দিন দিন ধসে পড়ছে।

তাড়াইল উপজেলার সহিলাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দেয়ালে দীর্ঘদিন যাবৎ এ মর্মে একটি হুঁশিয়ারি বিজ্ঞপ্তি টানানো আছে যে, ভবনটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে গেছে, যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনাসহ প্রাণহানির আশংকা বিদ্যমান। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে ছাত্রছাত্রীরা আজো সেখানেই ক্লাস করছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ: ভগ্নদশাগ্রস্ত পাকা ভবনগুলোর পাশাপাশি টিন ও বাঁশের বেড়া দিয়ে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর অবস্থাও একই। এ সবের অধিকাংশেরই বেড়া-ভেলকির খবর নেই। ছাদ ও বারান্দার টিন গায়েব হয়ে গেছে। আসবাবপত্র তথা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, আলমারী ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নেই। অনেক বিদ্যালয়েই ছালার চট কিংবা মাদুর বিছিয়ে ক্লাস চলছে।

এক সরকারী তথ্যে জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দু' লাখ। সারা জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭১টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৯ টি। সর্বমোট ৮২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টির বেশী বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে এবং ভগ্নদশা ও জরাজীর্ণতার কারণে বর্তমানে বন্ধ হওয়ার পথে।

কিশোরগঞ্জ জেলার যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বা ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারবিহীন, সেগুলো হচ্ছে :

তাড়াইল উপজেলার শিমুলাটি, সহিলাটি, সেকান্দরনগর, তালজাঙ্গা ও দামিহা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাঠানকান্দি, বিন্নাটি, কাটাবাড়িয়া, মহিনন্দ ও বঙ্গবন্ধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

করিমগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর, গুজাদিয়া, সাতারপুর ও হাতরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কটিয়াদী উপজেলার বোয়ালিয়া, চরকাউনিয়া, চোলদিয়া ও চাতল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বাজিতপুর উপজেলার শোভারামপুর, বসন্তপুর, ভাগলপুর ও সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কুলিয়ারচর উপজেলার আদমপুর, কোমরকান্দা, আবদুল্লাপুর ও বীরকাশিমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মিঠামন উপজেলার দৌলতপুর ও কাঠখাল প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভৈরব উপজেলার চণ্ডিবেড় ও তেরিরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অষ্টগ্রাম উপজেলার মধ্য অষ্টগ্রাম, খয়েরপুর ও কদমচল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

হোসেনপুর উপজেলার পুমদি, শাহেদল, খ লব রি ও কাওনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ইটনা উপজেলার বারট্টি, শিমুলবাগ, পাচকাহানিয়া, বড় হাতি কোবিলা, কুশী ও জয়সিদ্ধি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাকুন্দিয়া উপজেলার চণ্ডিপাশা, তারাকান্দি, কেষাকান্দা ও এগারসিন্দুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নিকলী উপজেলার শিংপুর, ডুবি ও নানশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।